# সূরা ফাতিহা
## (ফযীলত ও বিষয়বস্তু)

11-January-2024

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

## দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُم যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিশে বসলো, যাতে না আল্লাহ পাকের যিকির হলো আর না আপন নবী (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা হলো,

তবে (কিয়ামতের দিন) সেই মজলিশ তার জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। ব্যস আল্লাহ পাক চাইলে তাকে আযাব দিবেন আর চাইলে তবে ক্ষমা করে দিবেন। **(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৪৭, হাদীস: ৩৩৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## বয়ান শুনার নিয়্যত

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

**হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা

হযরত আবু সাঈদ বিন মুআল্লী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাহাবীয়ে রাসূল ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন: একদিন আমি নামায পড়ছিলাম, তখন আল্লাহ পাকের আখেরী নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ডাকলেন, যেহেতু আমি নামায পড়ছিলাম, তাই তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হতে পারিনি, দ্রুত নামায সম্পূর্ণ করে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমীপে উপস্থিত হলাম, এতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমার কাছে আসতে কোন জিনিসটি তোমাকে বাধা দিয়েছিলো? আমি আরয করলাম: হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি নামায পড়ছিলাম তাই উপস্থিত হতে পারিনি। পরক্ষণে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাক কি এ কথা বলেন নি?

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ

**(পারা: ৯, সূরা আনফাল: ২৪)**

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন রাসূল তোমাদেরকে সেই বস্তুর জন্য আহবান করেন যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে।

উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করার পর আল্লাহ পাকের শেষ নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে মহিমান্বিত সূরাটি শেখাবো? অতঃপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার হাত ধরলেন, যখন মসজিদ থেকে বের হতে লাগলেন, তখন আমি আরয করলাম: হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি না আমাকে বলেছিলেন কুরআনের সবচেয়ে মহিমান্বিত সূরাটি শিক্ষা দেবেন? তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن" (অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহা) এটি পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে মহিমান্বিত সূরা এবং এটিই হলো সাবা' মাসানি (অর্থাৎ বারংবার পঠিত ৭টি আয়াত) যা আমাকে দান করা হয়েছে। **(বুখারী, ১১৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৭০৩)**

# মূলনীতির মূল হলো; ‘প্রিয় নবীর আনুগত্য’

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে আমরা একটি অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক ও প্রেমময় মাদানী ফুল শিখতে পেরেছি আর তা হলো, যদি কাউকে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহ্বান করেন, তাহলে নামায যতটুকু পড়া হয়েছে সেখানেই নামায স্থগিত রেখে তৎক্ষণাৎ রাসূলের দরবারে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ এ থেকে জানা গেলো, নিশ্চয়ই নামায উত্তম ইবাদত, তবে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হওয়া তার থেকেও আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম। উলামায়ে কেরাম বলেন: নামায চলাকালীন যদি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহ্বান করেন তখন নামাযী ব্যক্তি নামায স্থগিত রেখে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم র নিকট উপস্থিত হয়ে যাবে, এক্ষেত্রে তার নামায ভঙ্গ হবে না বরং যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত থাকবে সেই সময়টিও নামাযের অংশ হিসেবেই গণ্য হবে, অতঃপর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট থেকে অবসর হয়ে ফিরে এসে যেখানে নামায ছেড়ে ছিলো সেখান থেকেই নামায শুরু করবে। জানা গেলো, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খেদমতের হুকুম স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ভিন্ন। দেখুন! নামাযের সময় কারো সাথে কথা বললে, কাউকে সম্বোধন করে সালাম দিলে, এতে নামায ভেঙ্গে যায়, কিন্তু খেয়াল করে দেখুন! যখন আমরা আত্তাহিয়্যাত পাঠ করি, তখন নামাযরত অবস্থায় প্রিয় নবী, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্বোধন করে তার খেদমতে সালাম পেশ করি, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ এই সালাম দ্বারা নামায

ভঙ্গ হয় না বরং নামায পরিপূর্ণ হয়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/২২৪)** কেননা নামাযের মধ্যে আত্তাহিয়াত পড়া ওয়াজিব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## সূরা ফাতিহা সর্বোত্তম সূরা হওয়ার অর্থ

হে আশিকানে রাসূল! উল্লেখিত হাদীস থেকে এটা জানা যায় যে, সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা। এখানে এ বিষয়টি ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, সমগ্র কুরআনই মহান আল্লাহর বাণী, তাই এক্ষেত্রে সমগ্র কুরআনই উত্তম। যখন বলা হয় যে অমুক-অমুক সূরা বা অমুক-অমুক আয়াত অধিক ফযীলত পূর্ণ, তখন এর দুটি অর্থ হয়: (১) এই সূরাটি (যেমন, সূরা ফাতিহা) পড়ার সাওয়াব বেশি (২) দ্বিতীয়ত এই সূরাটির বিষয়বস্তু অন্যান্য সূরার চেয়ে অধিক উচ্চতর। উদাহরণ স্বরূপ, সূরা লাহাবে অমুসলিম আবু লাহাবের আলোচনা এবং সূরা ইখলাসে আল্লাহর একত্ববাদের আলোচনা করা হয়েছে। এটি সাধারণ ভাবে বোঝা যায় যে, আবু লাহাবের মতো অমুসলিমের আলোচনা করা এবং আল্লাহর একত্ববাদের আলোচনা করার মধ্যে আসমান -জমিনের পার্থক্য। এমনিতে তো সূরা লাহাবও আল্লাহর বাণী, সূরা ইখলাসও আল্লাহর বাণী। এই ক্ষেত্রে উভয় সূরা সমান, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একই ভাবে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের অন্য সব সূরার চেয়ে বেশি ফযিলতপূর্ণ।

**(তাফসীরে ফাতিহা, ৩৮ পৃষ্ঠা)**

# সূরা ফাতিহার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূরা ফাতিহা কুরআনুল করীমের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা। এতে একটি রুকু, সাতটি আয়াত, ২৭ টি শব্দ এবং ১৪০ টি বর্ণ রয়েছে। ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, সূরা ফাতিহা মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে, অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা দুবার অবতীর্ণ হয়েছে তন্মধ্যে একবার মক্কা শরীফে আরেক বার মদীনা শরীফে। **(তাফসীরে সিরাতুল জিনান ১ম পারা সূরা ফাতিহা, ১/৩৭ পৃষ্ঠা)**

# শয়তান চিৎকার করে কাঁদলো

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, ইবলিস (অর্থাৎ শয়তান) ৪ বার চিৎকার করে কেঁদেছে: (১): প্রথম বার যখন তাকে অভিশপ্ত করা হলো (২) দ্বিতীয় বার যখন তাকে জমিনে নামানো হলো (৩) তৃতীয় বার যখন আল্লাহ পাকের শেষ নবী, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুওয়াত ঘোষণা করেন (৪) এবং চতুর্থ বার যখন সূরা ফাতিহা নাযিল হলো। ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন সূরা ফাতিহা নাযিল হয়, তখন ইবলীস (অর্থাৎ শয়তান) অত্যন্ত কষ্টে পড়ে গেলো এবং চিৎকার করে কান্নাকাটি করলো। **(তাফসীরে দুররে মনসুর, ১ম পারা, সূরা ফাতিহা, ১/১৭ পৃষ্ঠা)**

# সূরা ফাতিহা হলো সূরা শিফা

হে আশিকানে রাসূল! সূরা ফাতিহার বিশেষত্ব ও ফযীলত গুলোর মধ্যে একটি হলো, সূরা ফাতিহা হলো সূরায়ে শিফা (আরোগ্য লাভের সূরা)। এমনিতে তো সমগ্র কুরআন মাজীদেই শিফা বা আরোগ্য রয়েছে - আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

**(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৮২)**

**কানযুল ইরফান থেকে অনুবাদ:** আর আমি কুরআনে সেই বস্তু সমূহ নাযিল করেছি যা ঈমানদারদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।

তবে সূরা ফাতিহাকে বিশেষ ভাবে সূরা শিফা বলা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ পাকের আখেরী নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: هِيَ اُمُّ الْكِتَابِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ "অর্থাৎ সূরা ফাতিহা হলো উম্মুল কিতাব (অর্থাৎ কুরআনের মূল), এবং এতে রয়েছে প্রতিটি রোগের আরোগ্য। **(তাফসীরে দুররে মনসুর, ১ম পারা, সূরা ফাতিহা, ১/১৫ পৃষ্ঠা)**

## বিচ্ছুর দংশনে দম

বুখারী ও মুসলিমে একটি বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, যার সারমর্ম হলো, একবার ৩০ জন সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সফরে ছিলেন, পথিমধ্যে এক স্থানে এক ব্যক্তি এসে সাহাবীগণকে رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জিজ্ঞেস করলো, আমাদের সর্দারকে বিচ্ছু দংশন করেছে, আপনারা কি কিছু করতে পারবেন? একজন সাহাবী বললেন: হ্যাঁ! আমি সেই ব্যক্তিকে ফুঁক দিবো। সুতরাং সেই সাহাবী ঐ ব্যক্তির সাথে চলে গেলেন এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীর উপর ফুঁক দিলেন, যার বরকতে রোগী আরোগ্য লাভ করলো।

**(বুখারী, ৫৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৭৬)**

হযরত খারিজা বিন সালাত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার সম্মানিত চাচার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি রাসুলে আকরাম নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র খেদমতে উপস্থিত হলাম, সেখান থেকে ফিরে আসার সময় আমি এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে একজন পাগল

ছিলো, যাকে তারা লোহা দিয়ে বেঁধে রেখেছিলো, তারা আমাকে বললো: তুমি কি তাকে সুস্থ করতে পারবে? সুতরাং আমি সূরা ফাতিহা ৩ দিন সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করে তার উপর ফুঁক দিলাম, ফলে সে পাগল ব্যক্তি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো। **(মু'জামুল কবীর, ৭/৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৯৪৪)**

## দম করা জায়িয

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত দুটি ঘটনা থেকে জানা গেলো, পবিত্র কুরআন দিয়ে চিকিৎসা করা, পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে ফুঁক দেয়া, সেগুলো লিখে তাবিজ বানানো ইত্যাদি সম্পূর্ণ জায়িয। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও ফুঁক দিতেন এবং অপরকেও শিক্ষা দিতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে বদনজর (নিরাময়ের জন্য) ফুঁক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। **(বুখারী, ১৪৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৭৩৮)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! জানা গেলো, কুরআনের আয়াত ও পবিত্র বাক্যসমূহ পাঠ করে ফুঁক দেয়া আমাদের প্রিয় নবী পূরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ও সুন্নাত, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان 'রও সুন্নাত এবং ফেরেশতাদের সর্দার হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام 'র সুন্নাত। হ্যাঁ! কতিপয় হাদীসে তাবিজ পরিধান করা নিষিদ্ধ বলা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব তাবিজ যাতে নাজায়িয শব্দ থাকে যা কিনা জাহিলিয়াতের যুগে করা হতো। তাছাড়া কুরআনের আয়াত, পবিত্র শব্দ, আল্লাহর বরকতময় নাম এবং বিভিন্ন দোয়ার মাধ্যমে ফুঁক দেয়া অথবা কাগজে লিখে বা লিখিয়ে গলায় পরা সম্পূর্ণ জায়িয। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/ ৪১৯-৪২০ পৃষ্ঠা, অধ্যায়: ১৬)**

# রূহানী চিকিৎসার মানসিকতা বানান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه সমগ্র কুরআন বিশেষ করে সূরা ফাতিহা প্রতিটি রোগের নিরাময়। আমরা ডাক্তারের কাছে যায়, হাকিম ও ডাক্তারদের মাধ্যমে চিকিৎসা করি, এতে শরীয়ত বিরোধী কিছু না থাকলে এই চিকিৎসা করা নিঃসন্দেহে জায়িয। তবে আমাদেরকে রূহানী চিকিৎসার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করা উচিৎ। আল্লাহ পাকের আখেরী নবী, صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, মাখলুকের প্রশংসার পূর্বে আল্লাহ পাক নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন, সেই প্রশংসার মাধ্যমে চিকিৎসা করো, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটি কোন প্রশংসা? ইরশাদ করলেন, সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস। অতঃপর তিনি বললেন: فَمَنْ لَمْ يَشْفِهِ الْقُرْاٰنُ فَلَا شَفَاهُ اللّٰه অর্থাৎ যার কুরআন দ্বারাও আরোগ্য হয় না, আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন না। **(তাফসীরে দুররে মনসুর ১ম পারা, সূরা ফাতিহা, ১/১৭ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো! পবিত্র কুরআন, বিশেষ করে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আরোগ্যলাভ সম্পর্কে কত স্পষ্ট হাদীস উল্লেখ রয়েছে। আমাদের মন-মানসিকতা তৈরি করা উচিৎ ✶ জ্বর ✶ মাথাব্যথা ✶ শরীরের কোথাও ব্যথা ✶ ডায়াবেটিস ✶ কোলেস্টেরল ✶ হৃদরোগ, ক্যানসার মোটকথা যতই ছোট হোক কিংবা যতই বড় হোক যেকোনো রোগের চিকিৎসা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে করুন। اِنْ شَآءَ الله! আল্লাহ পাক দয়া করবেন এবং আল্লাহ পাক চাইলে আরোগ্য লাভ হবে।

## দা'ওয়াতে ইসলামী ও রুহানী চিকিৎসা বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসুলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী ৮০টিরও বেশি বিভাগের মাধ্যমে দ্বীন প্রসারের কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো রুহানী চিকিৎসা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه রুহানী চিকিৎসা বিভাগে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের কষ্ট লাঘবের জন্য অসংখ্য ইসলামী ভাই বিভিন্ন স্থানে স্টল বসায় এবং প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ রোগীদের তাবিজ দেয়, ইস্তিখারা করে এবং অযীফা প্রদান করে। মাদানী চ্যানেলে রূহানী চিকিৎসা নামক অনুষ্ঠানও প্রচারিত হয় যেখানে ইস্তিখারাও করা হয় এবং রোগী, দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিদের বিভিন্ন অযীফা প্রদান করা হয়।

## সূরা ফাতিহায় প্রতিটি সমস্যার সমাধান

হে আশিকানে রাসূল! সূরা ফাতিহায় শুধুমাত্র শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসাই নয় বরং এতে প্রতিটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। হযরত আ'তা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: যার কোনো কিছু প্রয়োজন হয় সে যেন সূরা ফাতিহা পাঠ করে, এর বরকতে প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে। **(তাফসীরে দুররে মনসুর ১ম পারা, সূরা ফাতিহা, ১/১৭ পৃষ্ঠা)** ওলামায়ে কেরাম বলেন: সূরা ফাতিহা ১০০ বার পাঠ করলে যে কোনো দোয়া কবুল হয়।

## দোয়া কবুল হওয়ার অযীফা

سُبْحٰنَ اللّٰه! কী সহজ সমাধান...! কোনো বিপদ হলে, অসুবিধা হলে, অর্থ সংকট হলে, কোনো পেরেশানি দেখা দিলে, কোনো প্রয়োজন পড়লে সূরা ফাতিহা পড়ে তার জন্য দোয়া করুন, اِنْ شَآءَ اللّٰه! আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করবেন এবং বিপদ, পেরেশানি, অর্থসংকট দূর হবে।

## বদ নজর থেকে সুরক্ষার অযীফা

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত ইমরান বিন হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আল্লাহ পাকের আখেরী নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: যে ঘরে সূরা ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করা হয়, সেই ঘরে সে দিন কোনো জ্বীন অথবা মানুষের বদ নজর লাগবে না।

**(জামে সগীর, ৩৬০ পৃষ্ঠা হাদীস: ৫৮৩০)**

## সূরা ফাতিহা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ পাকের রাসূল, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করলো, সে যেন কুরআনের এক তৃতীয়াংশের তিলাওয়াত করলো। **(মু'জামে আওসাত, ৩/২৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৯৪)** একটি হাদীসে রয়েছে: সূরা ফাতিহা দুই তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান।

**(জামে সগীর, ৩৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮২৮)**

## ঘুমানোর পূর্বে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করার ফযীলত

হযরত আনাস ইবনে মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যখন তুমি বিছানায় শয়ন করবে তখন সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস পড়বে! এর বরকতে মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক বস্তু থেকে নিরাপদ থাকবে। **(সুনানে বাজ্জার ১৪/ ১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৩৯৩)** অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে, ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ বিছানায় শুয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে আল্লাহ পাক সে ব্যক্তির সাথে একজন নিরাপত্তারক্ষী ফেরেশতা নিয়োজিত করে দেবেন।

**(তারিখে দামেশক, ২২/৪১৩)**

হে আশিকানে রাসূল! সূরা ফাতিহার কেবল ৭টি আয়াত আছে, আমরা প্রতিদিন নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ি। সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহা পাঠ করতে লাগে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় অথচ দেখুন এর ফযীলত কেমন? سُبْحٰنَ اللّٰه! যে ব্যক্তি একবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০টি নেকী পায়। একবার সূরা ফাতিহা পাঠকারী এমন যেন সে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করেছে। ঘুমানোর সময় একবার সূরা ফাতিহা পাঠ করলে আল্লাহ পাক একজন নিরাপত্তারক্ষী ফেরেশতা নিযুক্ত করেন।

আল্লাহ আমাদেরকে সূরা ফাতিহা এবং সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## সূরা ফাতিহা হলো মুনাজাতের সূরা

ওলামায়ে কেরামগণ বলেন- সূরা ফাতিহা হলো সূরায়ে মুনাজাত। মুনাজাতের অর্থ হলো: আস্তে কথা বলা, দোয়া করা ও আশা করা। যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর সামনে এমনভাবে প্রার্থনা করে যেন সে আল্লাহর সাথে কথা বলছে, তাকে মুনাজাত বলে।

সূরা ফাতিহা হলো সূরায়ে মুনাজাত, এই সূরার শুরুর আয়াত গুলিতে আল্লাহর প্রশংসা ও ইবাদত রয়েছে, তারপরে বান্দাদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: আল্লাহ পাক বলেন: এই নামাযকে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) আমার ও বান্দার মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে বণ্টন করা হয়েছে।

বান্দা পড়ে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾

**(পারা ১, সূরা ফাতিহা, আয়াত ১)**

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা।

এর জবাবে মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা বর্ণনা করেছে। অতঃপর বান্দা পড়ে:

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾

**(সূরা ফাতিহা আয়াত ২)**

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** পরম করুণাময়, ও দয়ালু।

আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার সানা বর্ণনা করেছে। বান্দা পাঠ করে:

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾

**(সূরা ফাতিহা ৩)**

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** প্রতিদান দিবসের মালিক।

আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার মহত্ত্ব বর্ণনা করেছে। বান্দা পাঠ করে:

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾

**(পারা ১, সূরা ফাতিহা, আয়াত ৪)**

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। এবং তোমারই কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করি।

আল্লাহ পাক বলেন: এটি আমি ও আমার বান্দার মধ্যে সমান (বান্দা আল্লাহর ইবাদত করে, আর আল্লাহ বান্দাকে সাহায্য করেন)। অতঃপর বান্দা পাঠ করে:

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর, সেই লোকদের পথে যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো। সেই লোকদের

ٱلۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّيۡنَ ﴿٧﴾ পথে নয় যাদের উপর গযব নাযিল করেছো এবং পথ ভ্রষ্টদের পথেও নয়। (পারা ১, সূরা ফাতিহা, আয়াত ৫-৭)

আল্লাহ্ পাক বলেন: এটা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা তাই পাবে যা সে প্রার্থনা করেছে। **(মুসলিম, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৯৫)**

سُبۡحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটি ভাবুন! এটি কত মহান ফযীলত। সূরা ফাতিহার ৭টি আয়াত রয়েছে, বান্দা একটি করে আয়াত পাঠ করে, আল্লাহ্ পাক সেটা শোনেন এবং প্রতিটি আয়াতের উত্তর দেন। আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এটি (অর্থাৎ বান্দার সূরা ফাতিহা পাঠ করা এবং আল্লাহ্ পাকের উত্তর প্রদান করা) সূরা ফাতিহার একটি বিশেষ ফযীলত যা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোনো সূরায় পাওয়া যায় না। **(তাফসীরে ইবনে রজব হাম্বলী ১ম পারা, সূরা ফাতিহা, ১/৬৮পৃষ্ঠা)**

## সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তু

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূরা ফাতিহা এমন একটি মহান সূরা যার ৭টি আয়াতে সমগ্র কুরআনের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা হয়েছে, বরং পবিত্র হাদীসে রয়েছে: যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করলো, সে যেন তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল এবং পবিত্র কুরআন (অর্থাৎ চারটি আসমানী মহাগ্রন্থ) তিলাওয়াত করলো। **(তাফসীরে দুররে মনসুর, ১ম পারা, সূরা ফাতিহা, ১/১৬ পৃষ্ঠা)**

ইমাম হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ পাক ১০৪টি গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং সেই ১০৪টি মহান আসমানী গ্রন্থের বিষয়বস্তু তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিলের যাবতীয় জ্ঞান পবিত্র কুরআনে বর্ণনা

করেছেন। আর সূরা ফাতিহায় সমগ্র কুরআনের সকল জ্ঞান একত্রিত করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহার তাফসীর বুঝতে সক্ষম হলো সে যেন সমস্ত আসমানী কিতাবের তাফসীর পড়ে নিলো।

**(শুয়াবুল ঈমান, ২/৪৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৭১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনুমান করুন! সূরা ফাতিহা কত ব্যাপক সূরা, এই ৭টি ছোট আয়াতে কত জ্ঞান একত্রিত করা হয়েছে। তাই ইসলামের চতুর্থ খলিফা আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি চাইলে সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা দিয়ে ৭০টি উট পূর্ণ করতে পারি।

**(কুতুল কুলুব ১/৯২)**

সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একটি উট কত মন বোঝা বহন করে এবং প্রতিটি মনে কত হাজার উপাদান থাকে? যদি এটি গণনা করা হয়, তাহলে প্রায় ২৫ লক্ষ খন্ড হয়। এটা তো শুধু সূরা ফাতিহার তাফসীর, তাহলে অবশিষ্ট মহান কালামের হিসাব কেমন হবে!

**(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৬১৯)**

## ৬ নাম্বার নেক আমলের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা কুরআনে পাকের শুধুমাত্র একটি সূরা, সূরায়ে ফাতিহার ফযিলত শুনলাম, কিরূপ মহান ফযিলত, তো ভাবুন তো সম্পূর্ণ কুরআনের ফযিলতের অবস্থা কিরূপ হবে। তাই আমাদের উচিৎ যে, আমরা কুরআনে পাকের তাফসীর অধ্যয়ন করা, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ আমাদেরকে "৭২টি নেক আমল" এর মধ্যে এমন একটি নেক আমল দিয়েছেন যে, এর উপর

যদি আমরা আমল করি তবে কুরআনে পাক বুঝে পাঠ করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে, সেই নেক আমলটি হলো: আজ কি আপনি কানযুল ঈমান ও খাযায়িনুল ইরফান বা নূরুল ইরফান থেকে কমপক্ষে তিন আয়াত অনুবাদ ও তাফসীরসহ পাঠ করেছেন বা শুনেছে? বা সিরাতুল জিনান থেকে কমপক্ষে দুই পৃষ্ঠ পাঠ করে বা শুনে নিয়েছেন? প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه কুরআনের তাফসীরের মধ্যে একটি তাফসীর, যা খুবই সহজভাবে লিখা হয়েছে, এর নাম হলো, "সীরাতুল জিনান", যা মাকতাবাতুল মদীনা প্রকাশ করেছে, যদি আমরা উল্লেখিত নেক আমলের উপর আমল করে তাফসীরে সীরাতুল জিনান অধ্যয়ন করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নিই, তবে বিশ্বাস করুন ইলমে দ্বীনের অশেষ ভান্ডার হাতে এসে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## পানির অপচয় থেকে বাঁচার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা (অযুর পদ্ধতি) থেকে পানির অপচয় থেকে বাঁচার ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শ্রবন করি: প্রথমে দুটি ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: (১) ইরশাদ করেন: অযুতে অনেক বেশি পানি প্রবাহিত করাতে কোন কল্যাণ নেই এবং এই কাজ শয়তানের পক্ষ থেকে। **(কানযুল উম্মাল, ৯/১৪৪, হাদীস ২৬২৫৫)** (২) প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে অযু করতে দেখে ইরশাদ করলেন: অপচয় করো না, অপচয় করো না। **(সুনানে ইবনে মাজাহ, ১/২৫৪)** ✸ যদি ওয়াকফের পানি দ্বারা অযু করে তবে বেশি খরচ করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। **(অযুর পদ্ধতি, ৪২ পৃষ্ঠা)** ✸ অনেকে অঞ্জলিতে

পানি এমনভাবে নেয় যে, উপচে পড়ে যায় অথচ যা পড়ে গেছে তা বেকার হয়ে গেছে, সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। **(অযুর পদ্ধতি, ৪২ পৃষ্ঠা)** ✹ আজ পর্যন্ত যতটুকু নাজায়িয অপচয় করেছে, তা থেকে তাওবা করে ভবিষ্যতে বাঁচার পূর্ণ চেষ্টা শুরু করুন। ✹ অযু করার সময় নল সতর্কতার সহিত খুলুন, অযুর সময় সম্ভব হলে এক হাত নলের উপর রাখুন আর প্রয়োজন শেষে বারবার নল বন্ধ করতে থাকুন।

## ঘোষণা

পানি অপচয়ের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে সুতরাং এগুলো জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

# দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

## (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

**(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)**

## (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

**(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

## (৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

## (৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

## (৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

## (১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

**(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد